দৈনিক ইনকিলাব

APR. 18 2002

মুসলিম গণহত্যা অব্যাহত ❑ আরো ৩ নিহত ও ১৫ আহত

গুজরাটে দশ হাজার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী দশম ও দ্বাদশ গ্রেড পরীক্ষা দিতে পারছে না

এপি ও রয়টার্স ঃ ভারতের গুজরাট রাজ্যে মুসলিম গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল আহমদাবাদে ছুরিকাঘাতে ৩ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। গুজরাট রাজ্যে ১০ হাজার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী এবারের দশম ও দ্বাদশ গ্রেডের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারছে না। ভারতের পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে বিরোধী দলের বাধার মুখে গতকালও কোন কার্যক্রম চলতে পারেনি। গুজরাট কর্তৃপক্ষ হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাদানের কেন্দ্র নির্ধারণ করায় মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা বর্জন করছে। আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে গুজরাটে গ্রেড ফাইনালে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মুসলিম গণহত্যার কারণে দশ হাজার পরীক্ষার্থীর এক-তৃতীয়াংশই তাদের ঘরবাড়ী হারিয়ে এখন আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে। এদের অনেকেরই পিতা-মাতা হিন্দুদের হাতে নিহত হয়েছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকগণ তাদের ছেলে-মেয়েদের

৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

গুজরাটে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দশম ও দ্বাদশ গ্রেডের চূড়ান্ত পরীক্ষাদানের পরিবেশ নিয়ে আহমদাবাদে এক বৈঠকে আলোচনা করেন। সে সময়েও সেখানে মুসলিম গণহত্যা চলছিল। একজন অভিভাবক বলেন, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ কারণে আমাদের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বলতে পারছি না। গত ফেব্রুয়ারীতে মুসলিম গণহত্যা শুরুর পর থেকে আহমদাবাদে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ দু'বার স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

আহমদাবাদনগর পরিষদের সদস্য বদরুদ্দিন শেখ বলেন, গত কয়েকদিন যাবত আমরা নতুন পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা তৈরীর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে অনুরোধ করছি। কিন্তু কেউ আমাদের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

ভারতে পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যগণ গুজরাটের মুসলিম গণহত্যা বন্ধের ব্যাপারে কোন চেষ্টা না করায় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বরখাস্তের দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকেন। নয়াদিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রিটে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট দলগুলোর ৪ হাজার সদস্য নরেন্দ্রমোদি বরখাস্তের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মিছিল পার্লামেন্ট ভবন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে থামিয়ে দেয়।